নামছে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগে (আইডব্লুএল) আজ অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ কিকস্টার্ট এফসি। ইস্টবেঙ্গল মাঠে ম্যাচ শুরু দুপুর আড়াইটেয়। গোকুলাম কেরালাকে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন করা অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজ এবার লাল-হলুদের কোচ।

টি২০ ও ৫০ ওভারে থাকবে সেই পরিচিত মুখগুলোই

দেবাশিস দত্ত

কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত বেজায় চটেছেন শুভমান গিলের ওপর। যেভাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে নিজের উইকেট ছুড়ে এসেছেন, তাতে তিনি এই যুব ক্রিকেটারের ওপর বিরক্ত। লাভ হবে কি, এই বিরক্তি প্রকাশ করে? কর্তারা চাইছেন বিরাট কোহলিকে খেলিয়ে যেতে। যুবরাজ সিংয়ের মতো ক্রিকেটারও এই দুই অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থ ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়াচ্ছেন! অতীত ভাঙিয়ে এই দু'জন খেলা চালিয়ে যান, এটা যুবরাজ চাইছেন। এমন মতামতের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চাইছেন বোর্ড কর্তারাও। বিজয় হাজারে ট্রফি দেখতে দেখতে দু'জন নির্বাচক জানালেন, ৫০ ওভারের ক্রিকেটে শুভমান গিল ওভার পিছু রান তোলেন ৬.১০। ৪৭ ম্যাচে রান করেছেন ২৩২৮। গড় ৫৮.২০। এশিয়া কাপে রান করেছেন ৩০২। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে ৩৫৪। বাদ দেওয়া যায়?' অর্থাৎ অতীত ভাঙিয়ে খেলে চলাটাই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তাই ধরেই নেওয়া যায়, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের আন্তর্জাতিকে রোহিত শর্মা নেতৃত্বে থাকবেন। বিরাটের কাছে জানতে চাওয়া হবে তিনি খেলতে ইচ্ছুক কিনা। সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে তিনি খেলুন, এটাই কর্তারা চাইছেন। যশস্বী জয়সওয়াল সম্পর্কে যে কিন্তু কিন্তু ভাব ছিল নির্বাচকদের, সেই পর্বটা কেটে গিয়েছে। এখন নির্বাচকরা মনে করছেন, তিন ঘরানার ক্রিকেটেই যশস্বীকে সুযোগ দেওয়া উচিত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিকে রোহিতের সঙ্গে জয়সওয়ালের ওপেন করতে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সমস্যা হচ্ছে বোলিং বিভাগ নিয়ে। যশপ্রীত বুমরা যদি খেলতে না পারেন, তাহলে মাথায় ভেঙে পড়বে আকাশ। মারকুটে ইংরেজ ব্যাটারদের সামনে বুক চিতিয়ে লড়ার মতো বোলার কই? সেই ঘুরে ফিরে সামি, সিরাজ এবং অর্শদীপ। অর্শদীপের নাম টি২০ ক্রিকেটে থাকবেই, কিন্তু ৫০ ওভারে? উপায় নেই। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আকাশদীপরা সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তাই, ক্রিকেটপ্রেমীরা যতই অস্ট্রেলিয়ার ব্যর্থতা নিয়ে হইচই করুক না কেন, ঘুরে ফিরে পরিচিত মুখদেরই দেখা যাবে আসন্ন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০ এবং ৫০ ওভারের সিরিজে।

চিন্তায় থাকতে হচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়েও। বিজয় হাজারে ট্রফিতে যদি হার্দিক ভাল বোলিং করতে পারেন, তাহলে তাঁকে ৫০ ওভারের খেলায় নেওয়া হবে। এজন্য নির্বাচকরা পৌঁছে গেছেন বরোদার খেলা দেখার জন্য। অলরাউন্ডার কোটায় হার্দিকের সঙ্গে নাম থাকবে অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং রবীন্দ্র জাদেজার।

ইতিমধ্যেই 'অসম কোটা' চালু হয়ে গিয়েছে কর্তাদের কথাবার্তায়। কারণ, বোর্ডসচিব অসমের। ফলে রিয়ান পরাগ ছাড়াও আরও দু-একজন ক্রিকেটার যে টি ২০ ঘরানায় সুযোগ পাবেন, এমন একটা খবর কিন্তু হাওয়ায় রয়েছে। তবে টি২০ ক্রিকেটেও নতুন মুখদের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সবই পরিচিত মুখ। সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, শিবম দুবে, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিং, রমনদীপ সিং, রবি বিষ্ণোই, আবেশ খান, বরুণ চক্রবর্তীদের সুযোগ দিতেই হবে। অর্থাৎ পরিস্থিতি সেই এক, থোড় বড়ি খাড়া। রোহিত-বিরাটদের যদি সুযোগ দেওয়া হয়, এই মুখগুলোই বা সুযোগ পাবেন না কেন?

কাউন্টি খেলবেন কোহলি?

আজকালের প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যর্থতায় কি বোধদয় হতে চলেছে বিরাট কোহলির? না হলে আর কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার মনস্থির করবেন কেন? এবছর জুনে ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। ইংল্যান্ডের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার পরিকল্পনা করেছেন কোহলি। তবে তাঁর পক্ষে কাউন্টি ক্রিকেট খেলা খুবই কঠিন। কারণ, কাউন্টির সঙ্গে আইপিএলের সূচিতে সঙ্ঘাত বাধতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হতাশাজনক পারফরমেন্স করেছেন কোহলি। ৫ টেস্টের সিরিজে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১৯০। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে দুর্বলতার জন্য সমর্থকদের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রচুর সমালোচনা হজম করতে হয়েছিল। ইংল্যান্ড সিরিজের আগে কাউন্টি খেলে নিজেকে তৈরি করতে চান।

ব্যাটিং ব্যর্থতায় ছিটকে গেল বাংলা

আজকালের প্রতিবেদন

মুস্তাক আলি টি২০ টুর্নামেন্টের পর বিজয় হাজারে ট্রফি। বাংলার খালি হাতে ফেরার ধারা অব্যাহত। বৃহস্পতিবার টুর্নামেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হরিয়ানার কাছে ৭২ রানে হেরে বিদায় নিল বাংলা।

বরোদার মোতিবাগ স্টেডিয়ামে এদিন টস জিতে হরিয়ানাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন সুদীপ ঘরামি। ৫০ ওভারে ২৯৮/৯ তোলে হরিয়ানা। জবাবে ৪৩.১ ওভারে মাত্র ২২৬ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলার ইনিংস। মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরন সমৃদ্ধ কার্যত পূর্ণ শক্তির দল নামিয়েছিল বাংলা। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতার সেই চেনা ছবিতে হতাশাই সঙ্গী লক্ষ্মীরতন শুক্লা শিবিরের।

সকালের প্রথম ঘণ্টায় উইকেটের আর্দ্রতা কাজে লাগিয়ে বিপক্ষ শিবিরকে চাপে ফেলার পরিকল্পনা ছিল দলের। কিন্তু সামি, মুকেশ জুটির ওপর শুরু থেকেই চড়াও হওয়ার পাল্টা রণকৌশল স্থির করে ফেলেছিলেন অঙ্কিত কুমাররা। প্রাথমিকভাবে সেই কৌশল কাজে লেগে যায়। অর্শ রঙ্গকে তুলে বাংলাকে প্রথম সাফল্য এনে দেন মুকেশ। পরের ওভারে হিমাংশু রানাকে ফেরান সামি। পার্থ ভাটস (৬২) ও নিশান্ত সিন্ধু (৬৪) হরিয়ানাকে বড় রানের মঞ্চে তুলে দেন। তিন উইকেট সামির। দুটি মুকেশের। দু'জনের সাফল্যই মূলত টেলএন্ডারদের বিরুদ্ধে।

প্রায় তিনশো রানের লক্ষ্যমাত্রার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে বাংলার ব্যাটাররা। সর্বোচ্চ রান অভিষেক পোড়েলের ৫৭। বলার মতো রান নেতা সুদীপ (৩৬) ও অনুষ্টুপের (৩৬)। টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্তই কি বুমেরাং হয়ে গেল? লক্ষ্মী বলছেন, 'সত্যি বলতে আজকে আমরা ভাল খেলতে পারিনি। সব বিভাগেই বিপক্ষ আমাদের ছাপিয়ে গিয়েছে। নতুন বলে আমাদের বোলাররা ভাল জায়গায় বল করতে পারেনি। সকালের সুবিধে কাজে লাগানো যায়নি। মিডল অর্ডারের ব্যাটিং নিয়ে একটা চিন্তা ছিলই। আজ সেই কঙ্কাল বেরিয়ে গেল। এরকম দিনে সব বিভাগ ব্যর্থ হলে ট্রফি জেতা যায় না।' এই বিপর্যয়ের মধ্যে সুদীপ চ্যাটার্জির হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট আরও বিপাকে ফেলে দিল বাংলাকে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

হরিয়ানা: ২৯৮/৯ (নিশান্ত সিন্ধু ৬৪, পার্থ ভাটস ৬২, সামি ৩/৬১, মুকেশ ২/৪৬)।
বাংলা: ২২৬ (৪৩.১ ওভারে। অভিষেক পোড়েল ৫৭, অনুষ্টুপ মজুমদার ৩৬, পার্থ ৩/৩৩)।
■ হরিয়ানা ৭২ রানে জয়ী

শেষ আটে রাজস্থান

আজকালের প্রতিবেদন

বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর তামিলনাড়ুকে ১৯ রানে হারিয়ে শেষ আটে পৌঁছে গেল রাজস্থান। অভিজিৎ তোমারের শতরান এবং রাজস্থানের অলরাউন্ড পারফরমেন্সে ঢাকা পড়ে গেল বল হাতে বরুণ চক্রবর্তীর কামাল। তিনি পাঁচ উইকেট নিলেন বৃহস্পতিবার। ২৬৭ রানে অল আউট হয় রাজস্থান। ৪৭.১ ওভারে ২৪৮ রানে থেমে গেল তামিলনাড়ুর ইনিংস। নারায়ণ জগদীশান ৬৫ রান করলেন। অল্পের জন্য অর্ধশতরান ফসকালেন বিজয় শঙ্কর (৪৯)। রাজস্থান অনায়াসে ৩০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারত। ৩১.১ ওভারে তাদের স্কোর ছিল ১৮৪/১। সেখান থেকে রাজস্থানের ইনিংসে রাশ টানেন বরুণ। নিজের পরপর তিনটি ওভারে তিনটি উইকেট তুলে নেন কলকাতা নাইট রাইডার্স তারকা।

ওপেনার অভিজিৎ তোমার ১১১ রান করলেন। অধিনায়ক মহীপাল লোমরোরের অবদান ৬০। সাদা বলের ফরম্যাটে ভারতীয় দলে ঢোকার লড়াইয়ে রয়েছেন বরুণ। পাঁচ উইকেটে নির্বাচকদের চাপে রাখলেও তাঁর দল তামিলনাড়ুর যাত্রা শেষ হল বিজয় হাজারে ট্রফিতে।

কেনরা বैंক Canara Bank
অ্যানেক্সার-১০
দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) নং ধারা]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
লেক গার্ডেনস-১ ব্রাঞ্চ
পি ৫ সিআইটি স্কিম, ১১৪এ, লেক গার্ডেনস, লেক গার্ডেনস
সুপারমার্কেটের পাশে, কলকাতা, পিন-৭০০০৪৫
তারিখ: ০৮.০১.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

কেনরা বैंক Canara Bank
মধ্যমগ্রাম ব্রাঞ্চ
মধ্যমগ্রাম-বারাসত রোড
মধ্যমগ্রাম কালীবাড়ির নিকটে
থানা-বারাসত, পিন-৭০০ ১২৯
রেফারেন্স নং: SARFAESI/13(8)/SK/R&L2/090125
তারিখ: ০৯.০১.২০২৫
বিষয়: সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(৮) ধারাধীনে অধিকার প্রয়োগের বিজ্ঞপ্তি
আপনার বিশ্বস্ত
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

যূকো বैंক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা জোনাল অফিস
৫, এল এল আর সরণি, কলকাতা-৭০০০২০। ফোন: ০৩৩-৪৮০১০৮৭৮/ ৪৮০১০৮৭৯
ই-মেল: zocalcutta.rec@ucobank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ: ৩০.০১.২০২৫ এবং ২৫.০২.২০২৫
ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি (বায়না জমা) দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিলামের ১ দিন আগে
শর্ত ও নিয়মাবলি:
তারিখ: ০৯.০১.২০২৫; স্থান: কলকাতা
স্বা:- অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

ICICI Bank
ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি - সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই-নিলাম
স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড